দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...12 DEC 1991

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে ঢাকাবাসীর চিন্তার অন্ত নেই

।। রেজাউল ওয়াদুদ ।।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে রাজধানীবাসীর চিন্তার অন্ত নেই। বিশেষ করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওদের ভর্তি করবেন; কোথায় লেখাপড়া ভাল হয়, কোথায় নিরাপত্তার মাঝে নির্ভয়ে ওরা ক্লাস করতে পারবে এই সেব চিন্তাই প্রবল।

ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় রাজধানীর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা কম। ভাল স্কুল-কলেজে চলে ভর্তির তীব্র প্রতিযোগিতা। যোগ্যতা থেকেও হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাই ভর্তি হতে পারছে না।

সারাদেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়; কিন্তু সবাই ঢাকামুখী। ছেলেমেয়েদের ঢাকার স্কুল-কলেজে ভর্তি করাতে অনেক অভিভাবক ছুটে আসেন মফস্বল থেকে। অপর দিকে ঢাকার ছাত্র-ছাত্রীদেরই ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জায়গা হয় না। ঢাকা কলেজ, নটরডেম, হলিক্রস, ভিখারুন্নেসা নুন, আদমজী ক্যান্ট, বদরুন্নেসা, ইডেন, লালমাটিয়া প্রভৃতি কলেজে ভর্তিচ্ছুদের ভিড় জমে সবচেয়ে বেশী। এইগুলোর মধ্যে ঢাকা ও নটরডেম কলেজে স্টার মার্ক পেয়েও স্বল্প আসনের কারণে বহু শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে না। সারাদেশে বর্তমানে ৮শ' ৫২টি কলেজ, ১১ হাজার ৮শ' ৬৯টি স্কুল ও ৫ হাজার ৬শ' ৫৪টি মাদ্রাসা রয়েছে।

১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে ঢাকাবাসীর চিন্তার অন্ত নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এই বছর ৩ লাখ ৮ হাজার ৬শ' ৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করে। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগে পাস করে ২৫ হাজার ১শ' ৭২ জন। রাজধানীতে কলেজের সংখ্যা ৫০টি। এই ৫০টির মধ্যে অনেক কলেজেই ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকটা কর্তৃপক্ষ ডেকে আনেন। অপরদিকে হলিক্রস, ঢাকা ও নটরডেম কলেজে স্টার মার্ক পাওয়া বহু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারে না।

অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে একটা ধারণা রয়েছে নাম করা স্কুল, কলেজ মানেই ভাল রেজাল্ট। আসলে এই কথা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণেই রাজধানীর কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছুদের ভিড়ের অন্ত নেই। তবে সব অভিভাবকই চান নিরাপত্তা ও নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

দেখা গেছে, সারাদেশের 'ভাল' ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে ভর্তি হয়। তাদের পরবর্তী রেজাল্ট অনেক সময় তুলনামূলকভাবে ভাল হয় না।

প্রকৃতপক্ষে ভাল রেজাল্ট ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টারই ফসল। ভাল শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, হলিক্রস কলেজে ৪শ' আসন রয়েছে। এই বছর উক্ত কলেজে সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রী ভর্তির আবেদন করে।

বেগম বদরুন্নেসা কলেজে ৭শ' আসনের জন্য আবেদন করে ১ হাজার সাড়ে ৫শ' জন ছাত্রী। নটরডেম কলেজে সাড়ে ১২শ' আসনের জন্য সাড়ে ১১ হাজার ছাত্র আবেদন জানায়। ঢাকা কলেজে সাড়ে ১১শ' আসনের জন্য আবেদনপত্র পড়ে সাড়ে ৮ হাজার ছাত্রের। রাজধানীর কলেজসমূহেই শুধু নয়, স্কুলগুলোতেও ভর্তি সংকট তীব্র। নগরীতে সরকারী-বেসরকারী স্কুলের চেয়ে তথাকথিত কিণ্ডার গার্টেনের সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বেশী। ঐসব কিণ্ডার গার্টেনের অধিকাংশই ইংরেজী শিক্ষার নামে অভিভাবক ও ছেলেমেয়েদের প্রতারিত করছে। অনভিজ্ঞ শিক্ষক, ইংরেজীতে অদক্ষ ও কিছু কিছু ব্যবসায়ীর হাতে এই 'কিণ্ডার গার্টেন ব্যবসা' কুক্ষিগত। এর মাঝেও কয়েকটি কিণ্ডার গার্টেনকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা চলে। এইগুলো গুলশান, বারিধারা ও ধানমণ্ডি এলাকায় অবস্থিত। সরকারী বা স্বীকৃত স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য শিশুদের নামতে হয় তীব্র প্রতিযোগিতায়। এর পরও তদ্বির করতে হয়। টাকা খোয়াতে হয় অভিভাবকদের। এই স্কুলগুলোতে দেড়শ'-দু'শ' আসনের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২ থেকে আড়াই হাজার। রাজধানীর যে স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে অভিভাবকরা উদগ্রীব এগুলোর মধ্যে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, ল্যাবরেটরী স্কুল, উদয়ন স্কুল, ভিখারুন্নেসা স্কুল, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সেন্ট জোসেফ, শাহীন স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য। জানা গেছে, সত্বর রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করা হবে।

প্রতি বছর সরকারী-বেসরকারী স্কুল ও কিণ্ডার গার্টেনগুলো ভর্তির ফরম বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা আয় করে।

রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা দিন দিন প্রকট হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন কার্যত ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে ও অধিক আর্থিক লাভের প্রত্যাশায় অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ২ শিফট চালু করা হয়েছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই ব্যবস্থা নিলে অনেক সুফল পাওয়া যাবে বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।